দৈনিক খবর

তারিখ 09 SEP 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

জাতীয় পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' পরিষদ গঠনের সুপারিশ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয় পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' পরিষদ গঠনের সুপারিশ এবং সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সফল করার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোর (এনজিও) প্রতি আহবান জানানোর মধ্যদিয়ে গতকাল দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র (ইউনিক) লায়ন ডিস্ট্রিক-১৫বি বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতির বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকার নিরক্ষরতা অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

ইউনিকের সহযোগিতায় লায়ন্স আয়োজিত এই আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় পর্যায়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মহাপরিচালক আবুল হোসেন, লায়ন্স রিজিয়ন চেয়ারম্যান শাহজাহান খাদেম, ইউনেস্কোর বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের সচিব আবদুস সলিম ও লায়ন্স জিলার শিক্ষা সংক্রান্ত চেয়ারম্যান সালমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আবদুল মালেক।

মনসুর আলী সরকারের সাক্ষরতা কর্মসূচী সফল করার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। শাহজাহান খাদেম জানান, দেশের বিভিন্ন এলাকায় লায়ন্স ক্লাব সাক্ষরতা কর্মসূচী হিসেবে ৫০০টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। লায়ন গভর্নর এম এ মালেক বলেন, সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে তাদের সাক্ষরতা কর্মসূচী আরো ফলপ্রসূ হবে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সরকার প্রধানের নেতৃত্বে সকল রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' পরিষদ গঠনের সুপারিশ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯-দফা সুপারিশ ও আমাদের সাক্ষরতার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান গনি। বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি ডঃ খন্দকার বজলুল হক।

সাংবাদিক সম্মেলনে মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করে বলা হয়, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছরে দেশে পাঁচ উর্ধ্ব বয়সের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১১ শতাংশ। ১৯৫১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। সাম্প্রতিক সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে দেশে সাক্ষরতার হার ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৩৫ বছরে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত নতুন দশজন সাক্ষরের বিপরীতে ৩৩ জন নতুন নিরক্ষর সৃষ্টি হয়েছে।

দু'হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ কোটি ৮ লাখ ছেলে-মেয়ে এবং ৬ কোটি ২৩ লাখ নিরক্ষর বয়স্ক লোকের শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে উল্লেখ করে বলা হয়, বর্তমানের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাদ দিলেও দু'হাজার সাল নাগাদ বর্তমানের অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য আরো কমপক্ষে ৩০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন হবে।

বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর সহায়তায় পরিচালিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অগ্রগতি আশাব্যাঞ্জক নয় উল্লেখ করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণশিক্ষার জন্য বরাদ্দ ২৬ কোটি ২৪ লাখ টাকার মধ্যে মাত্র ৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। দাতা সংস্থার দান ফেরৎ যায়, আর দেশ ও জাতি তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থা বিরাজ করলে যত বড় পরিকল্পনা বা কর্মসূচী ঘোষণা করা হোক না কেন তার বাস্তবায়ন কখনও সম্ভব হবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেশকৃত ১৯ দফা সুপারিশে রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে ঢেলে জানানো, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো, দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে

সবার জন্য শিক্ষা

তোলা, বেসরকারী সংস্থাগুলোকে এ কর্মসূচীর সাথে যুক্ত করা, শিক্ষার প্রতি গরীব জনগণের অনীহা দূর করতে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে গড়ে তোলা, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলার অতিরিক্ত অন্যকোন ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা প্রত্যাহার উল্লেখযোগ্য।

এক প্রশ্নের জবাবে সমিতির নেতারা বলেন, ১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ যে ধরনের ব্যবস্থা দরকার এখনও তা হয়নি।

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে প্রত্যেক ছাত্রকে এসএসসি ও এইচএসসি পাসের জন্য দু'জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার মাধ্যমে নম্বর দেয়ার বিষয় সম্পর্কে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল জানতে চাইলে তারা বলেন, এরদ্বারা ছাত্রদের চরিত্র হননের পথ খুলেছে। কাজ না করে নম্বর নেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এ উদ্যোগের সাথে আমরা একমত ছিলাম না।

গণশিক্ষা সংঘ

বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘের ৩/১৫, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুরস্থ অফিস প্রাঙ্গণে গতকাল বিকেল ৩টায় ২১তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি আতিয়ার রহমান এবং বক্তব্য রাখেন সংঘের সহ-সভাপতি মেজর (অবঃ) ওয়াহেদুল হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক মমিন উদ্দিন। এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘের গণশিক্ষা আন্দোলনে ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা রয়েছে। এ সংগঠনটিকে সক্রিয় ও গতিশীল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থাগুলোকে সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে আরো ব্যাপক ভূমিকা পালনের জন্য বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হবে। সভায় বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন সংঘের অন্যতম সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি এ কে এম জহিরুল হক। তিনি তার প্রবন্ধে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে আরো কর্মতৎপর করে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর আহবান জানান।